প্রথম আলো

রেকর্ড সংখ্যক জিপিএ-৫

এসএসসিতে পাসের হার

ঢাকা বোর্ড	রাজশাহী বোর্ড	কুমিল্লা বোর্ড	যশোর বোর্ড	চট্টগ্রাম বোর্ড	বরিশাল বোর্ড	সিলেট বোর্ড	দিনাজপুর বোর্ড	মাদ্রাসা বোর্ড	কারিগরি বোর্ড
৬৯.১১%	৫৮.৪১%	৭২.৭৭%	৬৮.০১%	৬৯.৬১%	৬৫.৬৩%	৭৮.৭১%	৬৩.৫৮%	৮৫.৮৫%	৭০.৯০%

বুগান্তর রিপোর্ট

২০০৯ সালের এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষার ফল মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে। এবার ৮টি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের গড় পাসের হার ৬৭ দশমিক ৪১ ভাগ, যা গতবছরের চেয়ে ৩ দশমিক ৪০ ভাগ কম। গত বছর পাসের হার ছিল ৭০ দশমিক ৮১ ভাগ। ২০০৭ সালে এ হার ছিল ৫৭ দশমিক ৩৭ ভাগ। তারও আগের বছর অর্থাৎ ২০০৬ সালে ছিল ৫৯ দশমিক ৪২ ভাগ। গত বছরের তুলনায় এবার পাসের হার কমলেও জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে রেকর্ড সংখ্যক প্রায় ৪ হাজার। এবার এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছে মোট ৪৫ হাজার ৯৩৪ জন। গত বছর পেয়েছিল ৪১ হাজার ৯১৭ জন। ২০০১ সালে প্রথম যখন গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হয় সে বছর সারাদেশে মাত্র ৭৬ জন এসএসসি'র এই সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন করেছিল। শুধু এসএসসি নয়, দাখিল এবং এসএসসি ভোকেশনালেও রেকর্ড সংখ্যক শিক্ষার্থী কৃতকার্য হয়েছে। ১০টি বোর্ডে এবারের গড় পাসের হার ৭০ দশমিক ৮৯ ভাগ। গত বছর এ হার ছিল ৭২ দশমিক ১৮ ভাগ। এবার এসএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়া মোট ৪৫ হাজার ৯৩৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছেলে ২৬ হাজার ৯৫১ এবং মেয়ে ১৮ হাজার ৯৮৩ জন। মাদ্রাসা বোর্ডে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৬ হাজার ৩০৯ জন। এর মধ্যে ছেলে ১২ হাজার ২ এবং মেয়ে ৪ হাজার ৩০৭ জন। গত বছর ১০ হাজার ৫২৬ জন এ সাফল্য অর্জন করেছিল। কারিগরি বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬৪ জন। এর মধ্যে ছেলে ৪২ এবং মেয়ে ২২ জন। গত বছর এ সাফল্য অর্জনকারী ছিল ৫৭ জন। ১০টি বোর্ডে মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬২ হাজার ৩০৭ জন। এবছর আটটি শিক্ষা বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৭ লাখ ৯৭ হাজার ৮৯১ জন। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৫ লাখ ৩৭ হাজার ৮৭৮ জন, অকৃতকার্য হয়েছে ২ লাখ ৬০ হাজার ১৩ জন। গত বছর সাতটি শিক্ষা বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৭ লাখ ৪৩ হাজার ৬০৯ জন। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছিল ৫ লাখ ২৬ হাজার ৫৭৬ জন। ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, এবছরও সব বোর্ডে মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা ভালো করেছে। এবার পরীক্ষা গ্রহণ থেকে শুরু করে ফল প্রকাশ পর্যন্ত গোটা প্রক্রিয়ায় এক মাস কম লেগেছে। এর কারণ, গত বছর যেখানে ২৭ মার্চ পরীক্ষা শুরু হয়ে শেষ হয় ২৭ এপ্রিল; এবার সেখানে ১৫ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষা শুরু করে ১৫ মার্চ শেষ করা হয়। ফল প্রকাশকে সামনে রেখে মঙ্গলবার দুপুরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক ব্রিফিংয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, সরকার এবং সাংবাদিকসহ সংশ্লিষ্ট সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবার এত ভালো ফল হয়েছে। তিনি কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ভালো ফলকারীরা যাতে ভালো কলেজে ভর্তি হতে পারে, সে লক্ষ্যে আসন সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি প্রয়োজনে ডাবল শিফট করা যায় কিনা, সরকার তা ভাবছে। তিনি ভর্তিতে মাত্রাতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের ব্যাপারেও কঠোর উক্তি ঘোষণা করে বলেন, বাড়তি অর্থ আদায় করলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। জিপিএ : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

• আরও ছবি ও খবর পৃষ্ঠা ২, ৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৯ ও ২০

ঢাকা বোর্ডের সেরা ১০ স্কুল

1. ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ
2. মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ
3. মনিপুর হাইস্কুল, মিরপুর
4. মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ
5. মাইলস্টোন কলেজ, উত্তরা
6. একে হাইস্কুল, ডেমরা
7. রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ
8. উত্তরা হাইস্কুল
9. মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়
10. ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ

তারিখ 27 MAY 2009
পৃষ্ঠা ...